রাজনীতির ব্যাকরণ: ক্ষমতা বনাম দায়বদ্ধতার সংকট

রাজনীতি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়; এটি মানুষের সেবা করার বিজ্ঞান এবং সমাজ পরিবর্তনের এক সুনিপুণ শিল্প। বর্তমানে আমরা যে রাজনীতির চর্চা দেখি, সেখানে অনেক সময় তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ভিত্তি অনুপস্থিত থাকে।
অথচ ইতিহাস চেতনা ছাড়া রাজনীতি অন্ধ এবং মানুষের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অবজ্ঞা করা রাজনীতি আত্মঘাতী। রাজনীতি আসলে মানুষের বিশ্বাস ও অধিকার নিয়ে কাজ করার এক মহান দায়বদ্ধতা; এটি কেবল পদ-পদবী বা স্লোগানসর্বস্ব কোনো পেশা নয়।
একজন প্রকৃত রাজনীতিকের জন্য যে বিষয়গুলো অনুধাবন করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি:

১. জাতীয়তাবোধ ও বাঙালি জাতিসত্তা: আমাদের রাজনীতির ভিত্তি হলো হাজার বছরের ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের যে নিজস্ব জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে, তার মূল সুরটি একজন নেতার হৃদয়ে প্রোথিত থাকতে হবে। জাতীয় পরিচয়হীন রাজনীতি শেকড়হীন বৃক্ষের মতো।

২. ইতিহাসের পাঠ ও দায়বদ্ধতা: ইতিহাস কেবল অতীতের ধূসর পাতা নয়, এটি ভবিষ্যতের মানচিত্র। যে নেতৃত্ব নিজের জাতির সংগ্রামের ইতিহাস ও পূর্বসূরিদের আত্মদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন না, তিনি জনমানসের আবেগের ভাষা বুঝতে পারেন না। ইতিহাসবিমুখ রাজনীতি বারবার একই ভুলের আবর্তে ঘুরপাক খায়।

৩. ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক মূল্যবোধ: আমাদের ভূখণ্ডে ধর্ম মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন সুকৌশলী ও আদর্শবান রাজনীতিবিদ কখনো মানুষের গভীরতম বিশ্বাসকে আঘাত করেন না। বরং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেটাই হওয়া উচিত লক্ষ্য।

৪. জনতা বনাম জনগণের মনস্তত্ত্ব: জনসভা বা মিছিলে আসা ‘জনতা’ অনেক সময় সাময়িক হুজুগে চলে। কিন্তু একজন দূরদর্শী নেতাকে বুঝতে হয় স্থায়ী ‘জনগণের’ আকাঙ্ক্ষা। তাদের মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক সংকট এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাশা উপলব্ধি করাই রাজনীতির প্রথম ব্যাকরণ।

৫. রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনিক জ্ঞান: দেশ পরিচালনার জন্য কেবল রাজপথের আন্দোলন যথেষ্ট নয়। সংবিধান, আইন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক জটিলতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। শাসনকাঠামো না বুঝে ক্ষমতা পাওয়া মানে হলো দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে জাহাজ চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা।

৬. ভূ-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা: বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ বা ভূ-রাজনৈতিক কৌশল বুঝতে না পারলে কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপই দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনতে পারে না।

৭. আদর্শ ও কৌশলের মেলবন্ধন: রাজনীতিতে আদর্শ হলো আলোকবর্তিকা, আর কৌশল হলো গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ। কৌশলহীন আদর্শ পঙ্গু, আর আদর্শহীন কৌশল হলো স্রেফ সুবিধাবাদ। এ দুটির সঠিক সমন্বয়ই একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের পরিচয়।

৮. রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সমঝোতা: আধুনিক রাজনীতি মানেই প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা নয়। ভিন্নমতের মানুষকে শ্রদ্ধা করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করাই প্রকৃত নেতৃত্বের গুণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবর্তন শুরু হয় নিজের ঘর থেকে। আমি যদি সচেতন হই, আমার পরিবার যদি নৈতিক হয়, তবে পুরো দেশ বদলাতে বাধ্য। আসুন, আমরা অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার পথে হাঁটি এবং একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটাই। জ্ঞান কোনো আকাশ থেকে আসা অলৌকিক কিছু নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের সচেতন ও নির্মোহ চিন্তার ফসল।

জামায়াত ক্ষমতায় আসলে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা জামায়াত আয়োজিত মহিলা সমাবেশে জেলা আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন

বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনীতি করার অপরাধে আমাদের ৫৫০ জন ভাই-বোন ও ছাত্রকে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে। অসংখ্য ছাত্রকে তারা গুম করেছে। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু আমরা বিজয়ী হওয়ার জন্য করছি না; বরং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বাংলাদেশে ইসলামের রাজ কায়েমের মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতনের অবসান হবে।

গতকাল শনিবার দর্শনা অঙ্কুর আদর্শ স্কুল মাঠে দর্শনা থানা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি রাশেদুন নাহার ববিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমীর রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ নির্যাতনের পর এমন সময়ে আমরা নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি, যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুঁজে পায় না, একজন বোন তার ভাইকে খুঁজে পায় না, একজন বাবা তার সন্তানকে খুঁজে পায় না।

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলাম মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ রাখতে চায় এটা মিথ্যা প্রচারণা।

জাহেলিয়াতের সমাজে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, তখন ইসলামী সমাজে কন্যাসন্তানের বাবা-মাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করবো। তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক, জামায়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের। সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংগঠনিক থানা শাখার আমীর মাওলানা রেজাউল করিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপু,

থানা সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম, এবং পৌর শাখার সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ সহস্রাধিক মহিলা নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চায়

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের উদ্যোগে যাদবপুর গ্রামে অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত পথসভায় জেলা আমীর রুহুল আমিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই। জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে আমরা মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবো।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমীর রুহুল আমিন পথসভায় আরো বলেন, আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। জামায়াতে ইসলামী নেতারা দলকানা জনপ্রতিনিধি হতে চাইনা। আমরা জনপ্রতিনিধিদের কে জনগণের নিকট জবাবদিহিতার কালচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জামায়াতে ইসলামী করতে কলিজা লাগে। মুরগীর কলিজা নিয়ে জামায়াতে ইসলামী করা যায়না। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের হাজারো আঘাতেও জামায়াতে ইসলামীর কর্মিরা রাজপথে দাড়িয়ে আছে। জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ফাসিঁ, দিয়েও থামানো যায়নি এ দলের জানবাজ কর্মীদের। জুলুম, নিযাতন সহ্য করেই জামায়াত আজ এই অবস্থানে এসেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে আয়োজিত পথ সভায় তিনি আরো বলেন, চালক ভাইয়েরা ২৪ এর গণঅভুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তারা দাড়িপাল্লার পক্ষে ভোট করবেন।

জামায়াতে ইসলামী দেশের শ্রমিক সমাজসহ সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ

মানুষের প্রিয় প্রতিক। তিনি বলেন, যারা শ্রমিকদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা শ্রমিকদের উত্তম বন্ধু হতে চাই।

জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নত করা হবে। শমিকদের ন্যায্য ন্যুন্যতম মুজুরি ধায করে দেয়া হবে। আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে উন্নতি দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সব রকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। টাকা ছাড়াই আপনার সন্তানকে চাকুরির ব্যবস্থা করতে চাই। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বৈচিত্রময় কৃষি প্রধান জীবননগর এলাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। সীমান্ত ইউনিয়ন আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে পথসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, জেলা পেশাজীবি পরিষদের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক খলিলুর রহমান, জেলা তালিমুল কুরআন বিভাগের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দীন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা’ ইসরাইল হোসেন, জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি এমদাদুল্লাহ মহসিন জামেন, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, সিমান্ত ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহামান, জামায়াত নেতা শফিকুল ইসলাম, হায়দার আলী, মিজানুুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, উপজেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি আবু বকর সিদ্দিক।